কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১২ নভেম্বর, ২০১৮ ২৩:০৫

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ ফেরাতে প্রয়োজন ‘ক্যাম্পাস পুলিশ’

মাছুম বিল্লাহ

কয়েক দিন আগে একটি ইংরেজি দৈনিকে দেখলাম যে ময়মনসিংহে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাস ফাঁকি দিয়ে রেস্টুরেন্ট, পার্ক ও গাছের নিচে আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের পুলিশ ধরে থানায় নিয়ে যায়, হেনস্তা করে এবং পরে মা-বাবাকে ডেকে তাঁদের হাতে তুলে দেয়। শিক্ষার্থীরা ক্লাস ফাঁকি দেয় কেন? সাধারণত ক্লাসে পড়াশোনা না বুঝলে, কোনো বিষয়ে কঠিন মনে হলে, শিক্ষকের উপস্থাপনা আকর্ষণীয় না হলে, কে কী করল না করল সেটি শিক্ষক খেয়াল না করলে, পরীক্ষায় নকল করার সুবিধা থাকলে, প্রাইভেট পড়ায় প্রশ্ন পাওয়ার আশা থাকলে, শ্রেণিকক্ষে থাকা না থাকার বাধ্যবাধকতা না থাকলে, শিক্ষার্থীদের শিক্ষকদের বলার মতো অবস্থা না থাকলে–অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাবান হলে, ওপরের নির্দেশ বা হস্তক্ষেপ থাকলে শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে উপস্থিত থাকে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে এই অবস্থা হলে শিক্ষকরা বা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কড়া শাসনের মধ্যে রাখেন, শিক্ষার্থীদের ভীতি প্রদর্শন করেন, ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে জরিমানা করেন ইত্যাদি কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাস ফাঁকি দিতে দ্বিতীয়বার চিন্তা করে, সহজে ক্লাস ফাঁকি দেয় না। প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে এগুলো কতটা কার্যকর বা শিক্ষা বিজ্ঞানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে তো ওপরের বিষয়গুলো খাটে না। সেখানে শিক্ষার্থীদের ক্লাসে ধরে রাখার জন্য কী করা, সেটিও একটি প্রশ্ন।

ওপরের কোনো না কোনো কারণে শিক্ষার্থীরা ক্লাস করে না, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে বাইরে আড্ডা মারে, খাওয়াদাওয়া করে, প্রেম করে। পরীক্ষা তো তার গুরুত্ব অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছে। অনেক সময় পরীক্ষায় কী আসবে বা আসতে পারে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে অনেক সময় সেগুলোর সংকেত দিতেন। সে জন্য শিক্ষার্থীরা ক্লাসে উপস্থিত থাকত। বর্তমানে পরীক্ষা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। এখন খাতায় লিখলেও নম্বর, না লিখলেও নম্বর। খাতা খালি থাকুক কিংবা আজেবাজে লেখা থাকুক, নম্বর নাকি সেখানে দিতেই

হয়, না দিলে খবর আছে। তাই তারা দেদার নম্বর পাচ্ছে। সে জন্য পুরো ব্যবস্থাই দায়ী। শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে যদি দেখেন শিক্ষার্থীরা নেই, শিক্ষার্থীরা বাইরে গল্প করছে কিংবা দোকানে আড্ডা মারছে। শিক্ষক কিছু বলতেও পারছেন না। কারণ তারা ক্লাস করলেও পাস করবে, না করলেও পাস করবে। তা ছাড়া উচ্চ মাধ্যমিক বা স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষক তেমন কিছু বলতে পারার কথাও নয়। এখন অনেক শিক্ষার্থীই রাজনীতির সুবাদে শিক্ষকদের কথা তেমন শোনে না। বিভিন্ন বাস্তব কারণে শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষার্থীদের সম্মান করার বিষয়টিও কমে গেছে। সম্ভবত শিক্ষকরা কিংবা কোনো অভিভাবক অথবা এলাকার কোনো ব্যক্তি থানায় জানিয়ে রেখেছিলেন যে যেসব শিক্ষার্থী ক্লাস করা বাদ দিয়ে বাইরে সময় কাটাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে পুলিশি অ্যাকশন নিতে হবে। তাই হয়তো পুলিশ বাইরে ঘোরাঘুরি করা শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিয়েছে। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছে, পুলিশকে দায়িত্ব দিয়েছে কে? পুলিশি ব্যবস্থা দিয়ে কি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা শিক্ষা চলে? এটিও একটি যৌক্তিক প্রশ্ন।

কয়েক দিন আগে একটি বাংলা পত্রিকায় একটি অদ্ভুত ছবি দেখলাম। সেখানে বরিশালে একটি ছাত্রসংগঠনের নেতারা পদবঞ্চিত হয়ে ঝাড়ু মিছিল করছে। অর্থাৎ রাজনীতি শেখা, ধৈর্য ধারণ করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সেবা করা, প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করা তাদের কাছে কোনো বিষয় নয়। বিষয় হচ্ছে পদ বাগানো, অর্থ কামানো। জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী কাজ থেকে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র উচ্চশিক্ষার আওতাভুক্ত। বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা উচ্চশিক্ষার পাঠ সমাপন করেছে তারা কি সত্যি সত্যি গবেষণা, সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী থেকে জ্ঞানের নতুন নতুন ক্ষেত্র সৃষ্টির বিষয়টি অনুধাবন করছে? যদি তা-ই হয়, উচ্চশিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বাড়ছে কেন? দেশে উপযুক্ত কর্মসংস্থানের অভাব, নাকি অপরিকল্পিত উচ্চশিক্ষা গ্রহণ?

এখন যারা ক্যাডার, ছাত্রসংগঠনগুলো তাদের পার্টিতে ভেড়াতে আগ্রহ প্রকাশ করে, মূল্যায়ন করে। কারণ তারা ক্যাম্পাস দাপিয়ে বেড়াতে পারবে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের দেখে ভয় পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অহরহ গণ্ডগোল হচ্ছে। গণ্ডগোল থামানোর জন্য পুলিশ আসছে, কোনো কোনো সময় শিক্ষার্থীদের পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে, শিক্ষার্থী-পুলিশ ধাওয়াধাওয়ি হয়। পুলিশ রাষ্ট্রের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে রূপ আচরণ করে, এখানেও তা-ই করে থাকে। তবে আমাদের মনে রাখা উচিত, ক্যাম্পাসে ক্যাডার, সাধারণ ছাত্র, রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, সিরিয়াস শিক্ষার্থী—সবাই কিন্তু উচ্চশিক্ষা গ্রহণরত, সবারই সামাজিক মর্যাদা, রাষ্ট্রীয় মর্যাদা আলাদা, সবাই মেধাবী। কাজেই তাদের ডিল করা সাধারণ পুলিশ দ্বারা সম্ভব নয়। এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষিত, মার্জিত, বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এক দল পুলিশ।

বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে পড়াশোনা ও গবেষণার উপযোগী পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। গ্রহণ করতে হবে কয়েক ধরনের কার্যকরী পদক্ষেপ। এর মধ্যে একটি পদক্ষেপ হওয়া উচিত ‘ক্যাম্পাস পুলিশ’ গঠন করা। শুধু উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ক্যাম্পাস পুলিশের প্রয়োজন। ক্যাম্পাস পুলিশের সাধারণ সদস্যরাও স্নাতক পাস হবে। পুরো দেশের ক্যাম্পাস পুলিশের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারেন একজন অতিরিক্ত আইজি। আমাদের দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা কমবেশি পুলিশি আচরণের সঙ্গে পরিচিত।

ক্যাম্পাসের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বর্তমানে প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টর রয়েছেন, যাঁরা মূলত শিক্ষক। প্রতিষ্ঠানের কোনো ধরনের অঘটন ঘটলে, মারামারি হলে, মিটিং-মিছিলে গণ্ডগোল হলে সবাই গিয়ে প্রক্টরকে ধরে। তিনি তো আসলে ঢাল নেই, তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। কোনো ঘটনার মুখোমুখি হলে তাঁকে বাইরে থেকে পুলিশ ডাকতে হয়। পুলিশ যখন আসবে পরিস্থিতি তখন নিয়ন্ত্রণে আসবে। তার চেয়ে ক্যাম্পাসে যদি এক দল দক্ষ, চৌকস ও শিক্ষিত পুলিশ বাহিনী থাকে, যারা প্রক্টরের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তাহলে ক্যাম্পাসের পরিস্থিতি শান্ত থাকবে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরে আসবে। ক্যাম্পাসের সবাই নিরাপত্তা বোধ করবে। আর উচ্চশিক্ষিত মানুষের সঙ্গে পুলিশ বর্তমানে যে ধরনের আচরণ করে, সেই আচরণে পরিবর্তন আনতে হলে সুশিক্ষিত ও বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ প্রয়োজন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত সাবেক ক্যাডেট কলেজ ও রাজউক কলেজ শিক্ষক

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।

বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com